ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্মারকলিপি প্রদান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের শিক্ষক, শিক্ষিকা, কেয়ারটেকারসহ সংশ্লিষ্ট জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং সরকারি গ্রেডে বেতন-ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দাবি উত্থাপন করেন প্রকল্পের শিক্ষক ও কর্মচারীরা। এর আগে তারা নিজেদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুর রহমানের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

এ সময় মউশিক শিক্ষক কল্যান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা ইমরান হোসেন, সহ-সভাপতি হাফেজ মাওলানা খায়রুল ইসলাম, মাওলানা আলী আজম, মাওলানা শিহাব উদ্দীন ও ফারুক হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ১৯৯৩ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে এই যুগান্তকারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পটি চালু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে অত্যন্ত সফলভাবে ৭টি পর্যায় সম্পন্ন করে প্রকল্পটি বর্তমানে ৮ম পর্যায়ে পদার্পণ করেছে।

বর্তমানে এই প্রকল্পে ঝিনাইদহের ৯০৭টি কেন্দ্রে সমপরিমান শিক্ষকসহ সারা দেশে ৭১,৯৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘ বছর ধরে অত্যন্ত স্বল্প ভাতা এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় শুধু পাঠদানই নয়, শিক্ষকরা সরকারি তহবিলে জাকাত প্রদানে মুসল্লিদের উৎসাহিত করেন এবং নিজস্ব উদ্যোগে জাকাত সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া মাদক, বাল্যবিয়ে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, টিকাদান কর্মসূচি

বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তারা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। অথচ অবহেলা আর অবমূল্যায়নের কারণে বর্তমানে তাদের নিজেদের জীবনই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংবাদ সম্মেলন এই মহৎ ও সফল প্রকল্পটি দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কেয়ারটেকার ও সংশ্লিষ্ট জনবলকে সরকারি গ্রেড অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান ও চাকরি স্থায়ী করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী করে শিক্ষক-কর্মচারীদের এই মানবিক ও যৌক্তিক দাবি পূরণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর আহ্বান জানানো হয়।

জেলা প্রশাসকের দপ্তর ছাড়াও ঝিনাইদহজেলার অন্যান্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকটেও এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে ধান উড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী- স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামে ধান উড়ানোর ফ্যানে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার গাগান্না গ্রামের মজিবর খা (৫৫) ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন (৪০) ধান উড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্যানে সংযোগ দিতে যাচ্ছিল এসময় ফ্যানের পুরা বডিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় এসময় তার স্বামী ফ্যানের আঘাতে ছিটকে পড়লে স্ত্রী উদ্ধার করতে যায় এবস্থায় দুজনেই বিদ্যুতায়িত হয়ে এক সাথে মৃত্যু বরণ করেণ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার ভোরের কুয়াশা কাটার আগেই মাঠের সোনালী ধান পরিষ্কার করার জন্য মজিবর খান ঘরের বৈদ্যুতিক ফ্যানটি ঠিক করতে যান। কিন্তু তিনি জানতেন না, ওই

ফ্যানে সমস্যা আছে। ফ্যানে হাত দেওয়া মাত্রই বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে ছটফট করে ওঠেন মজিবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর এই মরণ-চিৎকার শুনতে পান স্ত্রী মোমেনা খাতুন। চোখের সামনে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছটফট করতে দেখে মোমেনা আর নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেননি। কোনোরকম আত্মরক্ষার চিন্তা না করে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে স্বামীকে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তুস্বামীকে তো ফেরানো গেলই না, উল্টো সেই মরণ-ফাঁদ কেড়ে নিল মোমেনার প্রাণও। আর সেই শেষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই চিরতরে নিথর হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো এলাকা। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক ও বীভৎস মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে সন্তানরা। উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ধান আর তার মাঝে শুইয়ে রাখা বাবা- মায়ের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বুক ফাটানো আর্তনাদ”ও আব্বা, ও আম্মা, তোমরা কথা কও না কেন? আমাদের একা থুয়ে তোমরা একসাথে কই চলে গেলা!” সন্তানদের এই গগনবিদারী আহাজারিতে সেখানে উপস্থিত শত শত প্রতিবেশীর চোখ ফেটে জল নেমে আসে ।

সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে এক নিমেষে এক বুক বিষাদে পরিণত করে, সন্তানদের বুকে এক জনমের শূন্যতা এঁকে দিয়ে মজিবর ও মোমেনা চলে গেলেন এক অন্তহীন না ফেরার দেশে। গাগান্না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজ উনুন জ্বলেনি, বিষাদের এক কাল মেঘ যেন থমকে আছে পুরো জনপদ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন বিদ্যুস্পষ্টে আজ সকালে গাগান্না গ্রামের মজিবর খা ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছেন বলেন জেনেছি।

ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে ঝিনাইদহে আনন্দ মিছিল

‎ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে শহরে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকাল সাড়ে ৫টায় ঝিনাইদহ শহরের পয়রা চত্ত্বর থেকে আনান্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ হয়।

‎জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি মো. ইমরান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান এবং ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি বাবর আলী মাফুজ ও ঝিনাইদহ কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সাকিব হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীরা এসময় আনন্দ মিছিলে যোগ দেন।

‎‎সমাবেশ থেকে বক্তারা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনে রাজপথের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

‎উল্লেখ্য, এরআগে গত ১২ মে মো. ইমরান হোসেন সভাপতি এবং শাহরিয়ার রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ।

ঝিনাইদহে প্রতিবেদন লেখা বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

কর্মশালার উদ্বোধন

ঝিনাইদহ এডাব জেলা শাখার আয়োজনে প্রতিবেদন লেখা বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে (১৬-১৮ মে) পর্রন্ত ঝিনাইদহ এইড ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এডাব এর জেলা শাখার আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি ও প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবীর বাবুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ আরা বেগম। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একেএম জসীম উদ্দিন, পরিচালক, এডাব কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।

তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এডাব রিসোর্স পুল সদস্য সুবিন দত্ত । প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব ও ডাস-এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঝিনাইদহ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সময়ে তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই তথ্য ও জ্ঞানের কার্যকর আদান-প্রদান সম্ভব হয়। তাই “প্রতিবেদন লেখা”-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ।

তিনি আরও বলেন, এনজিও সমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান এবং সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এডাবের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ঝিনাইদহ জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সময়োপযোগী এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য তিনি এডাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা

কমিটির সভাপতি ও প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবীর বাবুল। এডাব খুলনা বিভাগের সমন্বয়কারী মোঃ রেজাউল করিম প্রশিক্ষণের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। খুলনা বিভাগের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার এডাবের সদস্য সংস্থাসমূহ থেকে মোট ২৭টি এনজিও’র প্রতিনিধিগণ এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটিতে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। এসময় তারা নবঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানান।

আজ শনিবার বিকেলে শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে জেলা ছাত্রদলের নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ, আব্দুস সালাম, কেসি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শিপন মাহমুদ ও হিমেল আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসময় “আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম”, “অবৈধ কমিটি মানি না, মানব না” ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। পরে মিছিলটি পায়রা চত্বরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্রদল নেতা বখতিয়ার মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

এসময় জেলা ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমান কমিটির পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা জানান, সদ্য ঘোষিত কমিটি প্রকাশের পরদিনই তারা নিজেদের ফেসবুক আইডিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পদবঞ্চিত নেতারা কেন্দ্র ঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন।

সমাবেশে তিন নেতা তাদের পদত্যাগপত্রও প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্যকালে নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ বলেন, “যাদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে, তাদের সিভি দেখুন, আমাদের সিভি দেখুন। রাজপথের ত্যাগ ও দলীয় কর্মসূচিতে আমাদের অবদান যাচাই করুন। এই কমিটি একটি পকেট কমিটি। ঝিনাইদহের সাধারণ ছাত্রসমাজ এই কমিটি দেখে হতাশ হয়েছে।”

সদ্য ঘোষিত কমিটির সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ বলেন, “দীর্ঘদিন আমরা আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি। হামলা, মামলা ও জেল-জুলুমের শিকার হয়েছি। আজ যখন আমাদের দল সরকার গঠন করেছে, তখন দুর্দিনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী। সে কারণে আমরা বিশৃঙ্খলার পথে হাঁটিনি। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে গঠনমূলকভাবে ঘোষিত কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানাচ্ছি।”

ঝিনাইদহে জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভা

ঝিনাইদহে জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সভাপতি সামছুল আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাদশার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাড. মো. আব্দুল মজিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মমিনুর রহমান এবং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মোয়াজ্জেম হোসেন।

সভায় জেলার বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এ সময় উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এনজিওগুলোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পিআইসিকে জিম্মি করে সড়ক নির্মাণে সাবেক চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দুর্নীতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্যকে আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ লুটপাটের চেষ্টা করা হয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় প্রকৃত দায়িত্বশীলদের আড়াল করে একজন জনপ্রতিনিধিকে ‘বলির পাঠা’ বানানো হয়েছে।

জানা যায়, ৭ নম্বর হাকিমপুর ইউনিয়নের চামটাইলপাড়া মোড় থেকে স্থানীয় মন্দির অভিমুখে প্রায় ২৭০ ফুট রাস্তা পাকাকরণের জন্য চলতি অর্থবছরে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের কথা থাকলেও শুরু থেকেই নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নান সাংবাদিকদের বলেন, ‘হাকিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। আমাকে জিম্মি করে প্রকল্পে নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কখন কাজ শুরু হয়েছে, কীভাবে হয়েছে কিংবা কারা কাজ করছে কিছুই আমাকে জানানো হয়নি। আমি শুধু নামমাত্র সভাপতি। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি যদি বিস্তারিত মুখ খুলি, তাহলে আমার বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট এমনকি আমার ওপর হামলার আশঙ্কা রয়েছে। আমাকে এলাকা ছাড়া পর্যন্ত করা হতে পারে। আমি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করেন, কাজের শুরু থেকেই নিম্নমানের ইট, খোয়া ও বালু ব্যবহার করা হচ্ছিল। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে নির্মাণকাজ চললে কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে সরকারি বিধি অনুযায়ী পিআইসি সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নানকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার বলেন, ‘কাজে কিছু ত্রুটি ছিল। অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নমানের ইট ও খোয়া সরিয়ে আগামীকাল থেকেই পুনরায় সঠিকভাবে কাজ করা হবে।’

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন বলেন, ‘আমি এ প্রকল্পের বিষয়ে আগে অবগত ছিলাম না। আজ ঘটনাস্থলে এসে প্রথম বিষয়টি জানতে পারলাম। কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ তবে কীভাবে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকার প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি

হননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘সরকারি প্রকল্পে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। তদন্তে অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। ব্যবহৃত নিম্নমানের ইট ও খোয়া শতভাগ অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় সঠিক মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ ঘটনায় পিআইসি সভাপতিকে ইউএনও কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আইন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিআইসির ওপর বর্তায়। তাই দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে।’

ঝিনাইদহে প্রবাসীর উদ্যোগে ভাঙা সড়ক সংস্কার, স্বস্তি ফিরেছে ২০ গ্রামের মানুষের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজার থেকে কুশাবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। খানাখন্দে ভরা সড়কটিতে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে স্থানীয় এক প্রবাসীর মানবিক উদ্যোগে শুরু হয়েছে সড়ক সংস্কার কাজ। এতে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মাঝে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই অংশ নিয়েছেন সড়ক সংস্কারের কাজে। কেউ মাথায় করে ইট বহন করছেন, কেউ হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙছেন, আবার কেউ গর্ত ভরাট করছেন। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ভাঙা অংশগুলো মেরামত করা হচ্ছে। পুরো এলাকায় যেন তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার চিত্র।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেগুলো পানিতে ডুবে ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হতো। ফলে ভ্যান, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চলাচলও হয়ে উঠেছিল ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় যানবাহন উল্টে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষকদের দুর্ভোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মাঠ থেকে ধান, পাট, শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বাজারে নিতে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হতো তাদের।

কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, এই রাস্তাটার কারণে আমরা বছরের পর বছর কষ্ট করেছি। বৃষ্টির দিনে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে যেত। এখন রাস্তা সংস্কার হওয়ায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন,’নারিকেলবাড়িয়া ও কুশাবাড়িয়া বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার কারণে ক্রেতা ও যানবাহন আসতে চাইত না। এখন অন্তত চলাচলের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।’

অটোরিকশা চালক সোহেল রানা বলেন, ‘আগে এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে প্রায়ই গাড়ির স্প্রিং ও চাকা নষ্ট হতো। যাত্রীরাও ভয় পেত। এখন রাস্তা ঠিক হওয়ায় আমরা অনেক স্বস্তিতে আছি। স্থানীয় কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন,’আমাদের ফসল বাজারে নিতে খুব সমস্যা হতো। গাড়ি ঢুকতে চাইত না। এখন রাস্তা কিছুটা ভালো হওয়ায় কৃষকরাও উপকৃত হবে।’

মানুষের এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আজিম হোসাইন। তিনি কুয়ালালামপুর শাখা যুবদলের নেতা এবং কুশাবাড়িয়া গ্রামের গোলাম নবী বিশ্বাসের ছেলে। নিজ অর্থায়নে রাস্তার জন্য ইট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন তিনি। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় সংস্কার কাজ।

মুঠোফোনে প্রবাসী আজিম হোসাইন বলেন, ‘বিদেশে থাকলেও গ্রামের মানুষের কষ্টের কথা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রামের মানুষের উপকার হলেই আমি আনন্দ পাই।’

এলাকাবাসী জানান,দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সেখানে একজন প্রবাসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সড়ক সংস্কার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়দের দাবি,সাময়িক সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি স্থায়ীভাবে পাকাকরণ করা হোক। কারণ এই সড়ক দিয়েই কুশাবাড়িয়া, মিয়াকুন্ডু, মামুন্দী, মুক্তারামপুর, ধনঞ্জয়পুর, টিকারি ও দহকোলাসহ আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটির তিন নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত ০৬ সদস্যের কমিটি থেকে তিন জন পদত্যাগ করেছে। কেন্দ্রীয় ঘোষিত এই কমিটির মেয়াদ ২৪ ঘন্টা পার না হতেই তারা নিজস্ব ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতির।

গত ১২মে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং নাসির উদ্দীন নাসির স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মোঃ ইমরান হোসেন কে সভাপতি এবং শাহরিয়ার রাসেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের ৬সদস্যের আংশিক জেলা কমিটি ঘোষণা করেণ। এতে সিনিয়র সহ সভাপতি ছিলেন মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান।

এই কমিটি ঘোষণা হওয়ার পরের দিন ১৩মে নতুন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এর পর পরই নবগঠিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ এবং ১৪ মে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ছাত্রদল ছাড়ার ঘোষণা দেন। তারা ফেসবুকে কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে এই পোস্ট দেন। এতে জেলা ছাত্রদলের অন্য নেতাদের মধ্যেও হতাশার ছাপ দেখা গেছে।

এবিষয়ে নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল বলেন, যারা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগ করেছেন তারা লিখিত ভাবে অফিসিয়ালি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নাই, তবে আমরা একসাথেই রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি বড় হয়েছি এখন হয়তো তাদের কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় এমনটি করতে পারে। আমার ক্ষেত্রে হলেও এমনটি হতে পারতো, আশাকরি সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে এবং আবার সবাই একসাথে জননেতা জনাব তারেক রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং দেশ গঠনে কাজ করে যাব।

বাবা ও চাচার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে ভাই-বোনের সংবাদ সম্মেলন

সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ঝিনাইদহে বাবা ও চাচার বিরুদ্ধে সংবাদ করেছেন দুই ভাইবোন।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন করেন সদর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের আব্দুল মোতালেবের মেয়ে লিমা খাতুন ও ছেলে ইকরামুল।

সেসময় অভিযোগ করা হয় আব্দুল মোত্তালেব অসৎ চরিত্রের হওয়ায় ২০১৬ সালে তার পিতা আজিজুল হক নাতি ইকরামুলের নামে ২ একর ৫ শতাংশ ও ২০১৭ সালে নাতনী লিমা খাতুনের নামে ২৫ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। এরপর থেকে ওই জমি ভোগদখল করে আব্দুল মোত্তালেব। কিছুদিন আগে ছেলে ও মেয়েকে না জানিয়ে বন্দক রেখেছে। সেই জমিতে এখন আর যেতে পারছেন না ছেলে ও মেয়ে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়ে লিমা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তার পিতা আব্দুল মোতালেব, চাচা আবু বক্কর ওরফে বাক্কা এবং সৎ দাদা জাহিদুল ইসলাম পরিকল্পিতভাবে তাদের পরিবারকে জমিজমা নিয়ে হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার করে আসছেন।

তিনি জানান, তার মা জীবিত থাকাকালে পিতা একাধিক বিয়ে করেন, যা নিয়ে পরিবারে তীব্র বিরোধ তৈরি হয়। তারা মোট পাঁচ ভাই-বোন, যার মধ্যে বড় ভাই ইকরামুল ইসলাম বিজিবি সদস্য হিসেবে কক্সবাজারে কর্মরত। তিনি নিজে ঝিনাইদহ কেসি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে চাকরির চেষ্টা করছেন। অভিযোগে তিনি বলেন, পিতার বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও একাধিক বিয়ের কারণে পারিবারিক জীবনে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

ছেলে ইকরামুল অভিযোগ করেন করেন, বাড়ির পাশের এক নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক ধরা পড়ায় পিতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা হয় এবং সেই মামলা মীমাংসার অজুহাতে দাদার রেখে যাওয়া জমি কুমড়াবাড়িয়া গ্রামের মোজাম নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়।

পরবর্তীতে ঝিনাইদহের কাঞ্চনপুর এলাকায় আবারও অন্য এক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্থানীয়দের চাপে তাকে বিয়ে করানো হয় বলে তিনি দাবি করেন। ওই নারীর পূর্বে একাধিক বিয়ে ও সন্তান রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, সম্প্রতি ছুটিতে বাড়িতে আসার পর নিজস্ব বাড়িতে গেলে ভাড়াটে লোকজন দিয়ে আমার ওপর হামলা চালানো হয়। এতে আমি ও আমার ছোট শিশু সন্তান গুরুতর আহত হয়ে কয়েকদিন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম।

এছাড়া তিনি জানান, তার ফুফু জোসনা খাতুনের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিও জোরপূর্বক বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি ঝিনাইদহ আদালতে বণ্টননামা মামলা করেছেন এবং তিনি আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে তার বড় ভাবিও উপস্থিত থেকে পারিবারিক নির্যাতন ও বঞ্চনার বিষয়গুলো সমর্থন করেন বলে জানান লিমা খাতুন।

নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানান তারা।